বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০

(২০২০ সনের ১৪ নং আইন)

বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ ও অভিযোজন করিবার ক্ষেত্রে প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ ও অভিযোজন করিবার ক্ষেত্রে প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:–

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

* এস, আর, ও নং ২৭৯-আইন/২০২০, তারিখঃ ২৫ অক্টোবর, ২০২০ ইং দ্বারা ১৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে উক্ত আইন কার্যকর ।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(১) ‘ইনস্টিটিউট’ অর্থ তপশিলের অংশ- ‘গ’ এ উল্লিখিত কোনো ইনস্টিটিউট;

(২) ‘উপদেষ্টা পরিষদ’ অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(৩) ‘কাউন্সিল’ অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল;

(৪) ‘গভর্নিং বডি’ অর্থ এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বডি;

(৫) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান;

(৬) ‘তপশিল’ অর্থ এই আইনের তপশিল;

(৭) ‘প্রকৌশল’ অর্থ পূর্ত, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিকসহ সকল প্রকার অবকাঠামো, মেশিন, যন্ত্রপাতি, ডিভাইস, প্ল্যান্ট এবং মালামালের (গধঃবৎরধষ) নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, উৎপাদন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও নির্ধারণ করা;

(৮) ‘প্রবিধান’ অর্থ এই আইনের ধারা ২৭ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৯) ' 'বিধি' ' অর্থ এই আইনের ধারা ২৬ এর অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(১০) ' 'সদস্য' ' অর্থ গভর্নিং বডির সদস্য।

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৩। (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কাউন্সিলের কার্যালয়

৪। কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৫। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৌশল বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ যথা : পূর্ত, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিকসহ সকল প্রকার অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, ডিভাইস এবং মালামালের (গধঃবৎরধষ) নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, উৎপাদন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও গুণগতমান নির্ধারণ;

(২) টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে শিল্প, শক্তি, কৃষি, খনিজ সম্পদ, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবহণ ও সেবাসহ প্রকৌশলের সকল খাতে পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিদ্যার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও উৎসাহিতকরণ;

(৩) প্রকৌশলের সকল ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে দেশে উদ্ভাবিত প্রকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগপূর্বক দেশের উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ;

(৪) বিদ্যমান প্রকৌশল প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন এবং চাহিদার নিরিখে দেশের উপযোগী নূতন প্রকৌশল প্রযুক্তি উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান ও বেসরকারি প্রকৌশল খাতসমূহকে উৎসাহিতকরণ;

(৫) প্রকৌশল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, অভিযোজন, হস্তান্তর ও আত্তীকরণে উৎসাহিতকরণ;

(৬) প্রযুক্তি প্রকৌশল গবেষণার নানাবিধ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধকরণ;

(৭) দেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান;

(৮) নূতন ও টেকসই প্রকৌশল প্রযুক্তি উদ্ভাবনকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃতকরণ;

(৯) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে যথোপযোগী প্রকৌশল পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সমন্বয়করণ;

(১০) প্রকৌশল ও প্রযুক্তি গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তদনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকৌশল গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং উহার সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(১১) প্রাতিষ্ঠানিক, প্রায়োগিক ও শিল্পসংক্রান্ত প্রকৌশল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি শিল্পখাতে প্রকৌশল সেবার সমন্বয়করণ;

(১২) দেশে বিদ্যমান প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবতা ও চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগী বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও কার্যক্রমের সমন্বয়করণ;

(১৩) প্রকৌশল জ্ঞান চর্চা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সহিত শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত আধুনিক প্রকৌশল জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয়করণ;